কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 1 JUN 2017
পৃষ্ঠা 2 ... কলাম 2 ...

খামখেয়ালি সিদ্ধান্তে ডুবছে কারিগরি শিক্ষা

শরীফুল আলম সুমন ▷

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও কারিগরি অধিদপ্তরের খামখেয়ালি সিদ্ধান্তে ডুবছে কারিগরি শিক্ষা। সরকারিভাবে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ালেখার জন্য মাত্র সাড়ে ১২ হাজার শিক্ষার্থীর উপযোগী ভৌত অবকাঠামো থাকলেও ভর্তি করা হচ্ছে তার চার গুণ শিক্ষার্থী। এতে শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো ক্লাস করতে পারছে না, ল্যাবরেটরি সুবিধাও পাচ্ছে না। গত বছর হঠাৎ করেই সরকারি ৬৪ টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে (টিএসসি) ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে। এসব টিএসসির বেশির ভাগেই শিক্ষকসহ ভৌত অবকাঠামো নেই। ফলে প্রাথমিক-মাধ্যমিকের শিক্ষকদেরই পড়াতে হবে ডিপ্লোমা কোর্স। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় সুবিধা ছাড়াই গত বছরের মতো এবারও দ্বিগুণ শিক্ষার্থী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে সরকারি পলিটেকনিকে। যেনতেনভাবে কেবল শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। এতে সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকেই মানহীন শিক্ষা পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদরাসা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. আলমগীর কালের কণ্ঠকে বলেন, 'টিএসসিগুলোতে প্রয়োজনীয় সুবিধা নেই, এটা সত্য। কিন্তু আমরা কারিগরিতে শিক্ষার্থী বাড়াতে চাই। তাই টিএসসিতে ডিপ্লোমা কোর্স খোলা হয়েছে। তবে আমাদের একাধিক প্রকল্প চলমান রয়েছে। সেখান থেকে টিএসসিগুলোতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোসহ অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।'

জানা যায়, দেশের ৬৪টি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে এবং বগুড়া ভোকেশনাল টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে গত বছর থেকে চার বছরের ডিপ্লোমা কোর্স খোলা হয়েছে। অনেক টিএসসিতে যে বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স খোলা হয়েছে সে বিভাগই নেই, তার পরও জোর করে ডিপ্লোমা খোলা হয়েছে। এমনকি এসব প্রতিষ্ঠানের কোনো রকম প্রস্তুতি ছিল না। ফলে ভর্তি নিয়ে গত বছর ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়তে হয় কারিগরি অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ডকে। এর পরও চলতি বছর আবারও এসব প্রতিষ্ঠানে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সরকারি হোক বা বেসরকারি, ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং খোলার জন্য সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ ব্যাপারে একটি পরিপত্র থাকা উচিত। সম্প্রতি সরকারি কমার্শিয়াল কলেজগুলোকে সাধারণ কলেজে রূপান্তর করা হয়েছে। সে ব্যাপারেও পরিপত্র জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু গত বছর থেকে একযোগে ৬৪ টিএসসিতে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং চালু করা হলেও প্রকাশ্যে কোনো পরিপত্র জারি করা হয়নি। এতে মূলত অনুমোদন ছাড়াই টিএসসি পলিটেকনিকে রূপান্তর হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করে টিএসসির একজন অধ্যক্ষ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের দায়িত্ব হলো ডিপ্লোমা

> কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই ৬৪ টেকনিক্যালে ডিপ্লোমা কোর্স চালু
>
> ■
>
> প্রাথমিক-মাধ্যমিকের শিক্ষকরাই পড়াবেন ডিপ্লোমার শিক্ষার্থীদের

প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষার্থী জোগান দেওয়া। কারণ যারা টিএসসি থেকে এসএসসি অথবা এইচএসসি ভোকেশনাল পাস করে ডিপ্লোমাতে ভর্তি হয় তারা অনেক বেশি জানে। কিন্তু এখন আমাদের ওপরই জোর করে ডিপ্লোমা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ল্যাব আর শিক্ষক থাকুক আর নাই থাকুক, আমাদের নির্দেশমতো শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হচ্ছে। এখন টিএসসি থেকে মানহীন শিক্ষার্থী বের হলেও আমাদের করার কিছু নেই।'

কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, সরকারি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে গত ২২ মে থেকে অনলাইনে ভর্তির আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১৪ জুন পর্যন্ত। ২০ জুন ফল প্রকাশ করা হবে। এবার আসনসংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। সমালোচনার মুখে পড়ে গত বছরের তুলনায় এবার প্রায় সাত হাজার আসন কমানো হয়েছে।

জানা যায়, সরকারির বাইরেও প্রায় ৪৫০ বেসরকারি পলিটেকনিক রয়েছে। এসবের মধ্যে অনেকগুলোতেই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, দক্ষ শিক্ষক, ল্যাবরেটরিসহ প্রয়োজনীয় সুবিধা রয়েছে, যা সরকারি পলিটেকনিকের চেয়েও অনেক উন্নত। একজন শিক্ষার্থীর চার বছরের ডিপ্লোমা কোর্স শেষ করতে তিন থেকে চার লাখ টাকা সরকারের খরচ করতে হয়। অথচ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চার বছর ডিপ্লোমা করতে অভিভাবকদের ব্যয় করতে হয় এক থেকে দেড় লাখ টাকা। কিন্তু সরকার কয়েক বছরের ব্যবধানে মান বাড়িয়ে প্রায় সাত-আট গুণ শিক্ষার্থী বাড়ানোয় বেসরকারি পলিটেকনিকগুলো তেমন শিক্ষার্থী পাচ্ছে না।

জানা যায়, দেশের ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে আসনসংখ্যা ছিল ১২ হাজার ৫২৮টি, যা এখন পর্যন্ত ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার প্রকৃত আসন। কিন্তু শিক্ষক না বাড়িয়ে প্রতিটি পলিটেকনিকেই ডবল শিফট করা হয়েছে। ফলে কয়েক বছর যাবৎ প্রায় ২৫ হাজার করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হতো। শিক্ষকরা কোনো রকমে এই শিক্ষার্থীদের পাঠদান করিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দুই বছর আগে প্রতিটি সেকশনে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪০ জন থেকে বাড়িয়ে ৪৮ জন করা হয়। গত বছর থেকে কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই প্রতি সেকশনে ৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তিতে বাধ্য করেছে কারিগরি অধিদপ্তর। প্রায় প্রতিটি বিভাগে একটি করে সেকশন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শিক্ষক আছেন আগের মতোই। ফলে ল্যাবরেটরি ব্যবহার তো দূরের কথা, শিক্ষার্থীদের বসার জায়গাও নেই। ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়েও মানহীন শিক্ষা পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (কারিগরি) অশোক কুমার বিশ্বাস একই সঙ্গে কারিগরি অধিদপ্তরের মহাপরিচালকও। তিনি দীর্ঘদিন ধরে একাই দুটি পদ দখলে রেখেছেন। ফলে কারিগরি শিক্ষায় অভিজ্ঞ কোনো শিক্ষক এই অধিদপ্তরের দায়িত্ব নিতে পারছেন না।

অশোক কুমার বিশ্বাস কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তেই টিএসসিগুলোতে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে। আর গত বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও টিএসসিতে শিক্ষার্থী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।'